

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

ওয়াকফে জাদীদের পঁয়ষড়্টিতম বছরে জামাতের সদস্যদের দেয়া আর্থিক  
কুরবানীর উল্লেখ এবং ছেষড়্টিতম বছর শুরু হওয়ার ঘোষণা।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মুমিনীন হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ  
আল্ খামেস আইয়্যাদাঙ্লাহ্ তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৬ জানুয়ারী,  
২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে  
প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্লা মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু।  
আম্মাবাদ ফা-আউযোবিলাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল  
আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্‌দিনাশ  
সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা এবং সূরা আল-ইমরানের ৯৩ নং আয়াতের তেলাওয়াত ও অনুবাদের  
পর হুযুর (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম এই আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে আপনি প্রকৃত  
কল্যাণ অর্জন করতে পারবেন না যা নাজাতের দিকে নিয়ে যায়, যদি না আপনি আল্লাহর পথে সম্পদ এবং  
আপনার প্রিয় জিনিসগুলি ব্যয় না করেন। অতএব, আল্লাহ তাআলা আর্থিক কুরবানীকে এমনভাবে গুরুত্ব  
দিয়েছেন যে, প্রকৃত নেকি যাতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন, তবে তা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য  
করা হলে তা উত্তম বলে গণ্য হবে। যখন কারো প্রিয় জিনিস সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা  
হয়, তখন এই জিনিসটি পরিত্রাণের উপায় হয়ে ওঠে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পথে শুধুমাত্র কারো প্রিয় সম্পদ কবুল হয় এবং তারপর আল্লাহ রাব্বুল  
আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাকে কুরবানী হিসেবে দিতে হয়। এটাই প্রকৃত নেকি। হযরত মসীহ  
মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন, এই পৃথিবীতে মানুষ সম্পদকে খুব ভালোবাসে। তিনি (আ.) প্রকৃত  
তাকওয়া ও ঈমান অর্জনের জন্য বলেছেন, লান্‌ তানালুল বিররা হাশ্বা তুনফিকু মিমা তুহিব্বুনা অর্থাৎ,  
আপনি কখনই প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবেন না, যদি না আপনি সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি ব্যয় করেন,  
কারণ খোদার সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং সেবার একটি বড় অংশ অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তাকে  
বোঝায়। মানব সন্তান ও আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এমন একটি বস্তু যা ঈমানের দ্বিতীয় উপাদান, যা  
ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ ও দৃঢ় হয় না। আর্থিক ত্যাগ স্বীকার না করলে সে কিভাবে অন্যের উপকার করতে

পারে? উপরোক্ত আয়াতে এই কুরবানীর শিক্ষা ও দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাই আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করাও মানুষের সৌভাগ্য, সুখ-সমৃদ্ধি এবং তাকওয়া পরায়ণ হয়ে ওঠার মানদণ্ড।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনে আল্লাহর প্রতি উৎসর্গীকৃত হয়ে ওঠার দৃষ্টান্ত এরূপ ছিল যে, মহানবী (সা.) একটি প্রয়োজন ব্যক্ত করেছিলেন এবং তিনি (রা.) তাঁর বাড়ির সমস্ত সম্পদ নিয়ে চলে এসেছিলেন। একইভাবে হযরত হেকীম মওলানা নুরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম-এর সময়েও তাঁর মিশন বাস্তবায়নের জন্য ইসলামি সাহিত্য ও ইসলাম প্রকাশনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামকে লিখেছিলেন: আমি আপনার (আ.) পথে নিবেদিত প্রাণ। আমার যা কিছু তা আমার নয়, বরং আপনার। হযরত পীর ও মুর্শিদ, আমি আন্তরিকভাবে নিবেদন করছি যে, আমার সমস্ত ধন-সম্পদ যদি দ্বীন ইসলামের প্রচারে ব্যয় হয়, তবে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছেছি।

অনুরূপভাবে, হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম-এর অনেক সাহাবী ছিলেন যারা তাদের সাধ্য অনুসারে এমন এমন কুরবানী দিয়েছিলেন যে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছিলেন, “আমি তাদের কুরবানী দেখে অবাক হয়েছি।” ত্যাগের এই জাগরণ জামাতের সদস্যদের কাছে এমন মনে হয়েছিল যে এমনকি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পরে জারিকৃত খিলাফত ব্যবস্থাপনাতেও আল্লাহ তাআলা প্রতিটা যুগে আর্থিক ত্যাগ স্বীকারকারী দান করে চলেছেন, যারা তাদের অগ্রাধিকারগুলিকে একপাশে রেখে আরও বেশি বেশি ত্যাগ স্বীকার করে চলেছেন। আল্লাহর রহমতে জামাতের বন্ধুরা এতে যথাযথ অংশ নিয়ে থাকেন। এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে কুরবানিকারীরা কেবল পার্থিব সৌভাগ্যই অর্জন করে না বরং তাদের ঈমানও এতে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জামাতের বন্ধুদের আর্থিক আত্মত্যাগের ঈমান-উদ্দীপক ঘটনা উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন যে লাইবেরিয়ার একজন মোয়াল্লেম সাহেব লিখেছেন যে তিনি নওমোবাইন এক জামাতের একজন খাদেমের বাড়িতে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন। বাড়িতে টাকা না থাকায় তার মা ক্ষমা চান। আমরা ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পর সেই খুন্দামটি ছুটে এসে তার স্কুলের ফি থেকে আড়াইশ লাইবেরিয়ান ডলার চাঁদা দিয়ে বলল, আমাদের বাড়ি যেন এই তাহরীক থেকে বঞ্চিত না হয়। কিছুকাল পর খুন্দামটি আমাকে বলল যে তার এক আত্মীয় তার স্কুলের প্রয়োজনে তাকে ২৫০০ ডলার পাঠিয়েছে, যা দিয়ে সে স্কুলের ফিসও দিয়েছে এবং অন্যান্য চাহিদা পূরণ করেছে। সে বলে, ‘আল্লাহ তাআলা আমাকে আমার কুরবানির চেয়ে দশগুণ বেশি বরকত দিয়েছেন।’ এভাবে আল্লাহ তাআলা অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস সৃষ্টি করেন।

ভারত থেকে ইমপেক্টর সাহেব ওয়াকফে জাদীদ বলেছেন জামাত মেলাপালাম তামিলনাড়ুর একজন নির্ভাবান আহমদী যিনি ২০১৪ সালে বয়াত করেছিলেন, তিনি বলেন যে আমি যখন বয়াত করেছিলাম, তখন আমি আমার ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা চার হাজার টাকা লিখেছিলাম এবং আদায়ও করে দিয়েছিলাম। আমার তখন এটাই সামর্থ্য ছিল। এর পর প্রতি বছর আমি সাধ্য অনুযায়ী চাঁদা বাড়াতে থাকি এবং জামাতে চাঁদা দেওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা আমার ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি করতে থাকেন। অতঃপর কিছুকাল পর পরিবারের বাকি সদস্যরাও বয়াত করে। তিনি বলেন, আল্লাহর রহমতে আজ আমার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পাঁচ লাখ টাকায় পৌঁছেছে এবং লকডাউন থাকা সত্ত্বেও চাঁদার বরকতের কারণে ব্যবসায় আমার কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং তা বাড়তে থাকে এবং আল্লাহর রহমতে এখন ভারত থেকে থাইল্যান্ডেও ব্যবসার

প্রসার ঘটেছে। এগুলো আল্লাহর নেয়ামত। এটি জুয়ার ন্যায় কোন কারবার নয়। মেহনতের ব্যবসায় টাকা বিনিয়োগ করলে, আল্লাহর পথে ব্যয় করলে আল্লাহ তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন।

এরপর ভারতের আরেকটি উদাহরণ রয়েছে। মালাপুরম কেরালার মোবাল্লেগ ইনচার্জ লিখেছেন যে নাযিম সাহেব মাল এবং ইন্সপেক্টর সাহেব ওয়াকফে জাদীদ আর্থিক বছরের শেষের পরিপ্রেক্ষিতে সফরে ছিলেন। সেখানে একজন সং আহমদী ব্যবসায়ী রহমান সাহেবের ফোন আসে যে আপনি আমার কোম্পানিতে আসুন। আমি আমার কোম্পানিতে একটি নতুন অংশ তৈরি করেছি, সেখানে দোয়া করতে হবে। এরপর আমরা যখন সেখানে গিয়েছিলাম, তিনি জিজ্ঞাসা না করে ১০ লাখ টাকার চেক পেশ করে। তিনি বলেন, আমি আমার একটি সম্পত্তির রেজিস্ট্রার জন্য এই টাকা রেখেছিলাম, কিন্তু আপনার আসার কারণে আমি ওয়াকফে জাদীদ পরিশোধ করেছি এবং রেজিস্ট্রার তারিখ পিছিয়ে দিয়েছি। কিছু দিন পরে, ঐ ব্যক্তি বলেন যে তিনি কোনও বিশেষ পরিশ্রম ছাড়াই প্রচুর পরিমাণে অর্থ পেয়েছেন, যা তার চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

ইন্দোনেশিয়ার আমির সাহেব লিখেছেন যে আব্দুল রহিম সাহেব, যিনি একটি ছোট জামাতের অন্তর্গত, তিনি বলেন, প্রতি বছর আমি ওয়াকফে জাদীদের জন্য চাঁদা দিই। ২০১৯ এবং ২০২০ সাল আমার জন্য কঠিন বছর ছিল। আমি একটি নতুন ব্যবসা শুরু করার কারণে আমার চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমানতও শেষ হয়ে গেল। চাঁদার ওয়াদা পরিশোধ করার উপায় ছিল না। প্রতিদিন তাহাজ্জুদে নামায পড়তাম এবং খলীফাতুল মসীহকে চিঠিও লিখতাম। যাইহোক, কোন না কোন উপায়ে তিনি তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন। কয়েকদিন পরে, তাকে সেই একই জায়গায় ডাকা হয় যেখানে তিনি সাত বছর আগে পদত্যাগ করেছিলেন। এটা আল্লাহর রহমত যে ৫১ বছর বয়সে স্থায়ী আয়ের পথ সৃষ্টি হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, গাম্বিয়া, কঙ্গো কিনশাসা এবং মেসিডোনিয়া থেকে জামাতের বন্ধুদের কয়েকটি ঈমান বৃদ্ধিমূলক ঘটনা পেশ করার পর বলেন যে আল্লাহ তাআলা এই ত্যাগ স্বীকারকারীদের মান উন্নীত করার ক্ষমতা দান করেন। যারা ভালো অবস্থায় আছে কিন্তু ত্যাগের উচ্চ মানে নেই, তাদের হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর এ কথা বোঝা উচিত যে, খোদা তাআলার আপনার সেবার কোন প্রয়োজন নেই। এটা আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ যে তিনি আপনাকে খেদমত করার সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা জামাতের আর্থিক ভাবে সচ্ছলদের হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর এ কথা অনুধাবন করার তৌফিক দান করেন।

২০২৩ সালে ওয়াকফে জাদীদের ৬৬তম বর্ষ ঘোষণা করতে গিয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন, গত বছর ওয়াকফে জাদীদের অনুদানে জামাতের বন্ধুরা এক কোটি দুই লাখ পনেরো হাজার পাউন্ড কুরবানি দিয়েছেন। যা বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি না হওয়া সত্ত্বেও গত বছরের তুলনায় নয় লাখ আঠাশ হাজার পাউন্ড বেশি। আলহামদুলিল্লাহ।

হুযুর আনোয়ার এর পর চাঁদা আদায়ের দিক থেকে বিশ্বের বিভিন্ন জামাতের অবস্থান ঘোষণা করেন, যে অনুসারে প্রথম দশটি জামাতের অবস্থান নিম্নরূপ: ব্রিটেন, কানাডা, জার্মানি, আমেরিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামাত, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং বেলজিয়াম থেকে একটি জামাত।

মাথাপিছু অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে দেশগুলির ক্রম নিম্নরূপ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা।

আফ্রিকার মোট আয়ের দিক থেকে শীর্ষ দশটি দেশ হল: ঘানা, মরিশাস, নাইজেরিয়া, বুরকিনা ফাসো, তানজানিয়া, লাইবেরিয়া, গাম্বিয়া, উগান্ডা, বেনিন এবং সিয়েরা লিওন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এ বছর অংশগ্রহণকারীর সংখ্যায় একষষ্টি হাজার (৬১,০০০) নিষ্ঠাবানদের সংখ্যা বেড়েছে এবং মোট সংখ্যা পনের লাখ ছয় হাজার (১৫,০৬,০০০) -এ পৌঁছেছে।

হুযুর আনোয়ার গ্রেট ব্রিটেন, কানাডা, জার্মানি, আমেরিকা, পাকিস্তান, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার জামাতগুলির অবস্থান ঘোষণা করেন, যে অনুসারে আদায়ের দিক থেকে ভারতের প্রথম দশটি প্রদেশ হল কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, জম্মু ও কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লি। এবং শীর্ষ দশটি জামাত হল কোয়েম্বাটুর, হায়দ্রাবাদ, কাদিয়ান, করোলাই, পথাহ পেরিম, ব্যাঙ্গালোর, মেলাপালাম, কলকাতা, কালিকট এবং কেরং।

হুযুর আনোয়ার বলেন : আল্লাহ তাআলা সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাণ ও সম্পদে বরকত দান করুন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহমাদুহু ওয়া নাসতায়ীনুহু ওয়া নাসতাগফিরুহু ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্বালু আলাইহে ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়িয়াতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ওয়ানাশহাদু আনু মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু-

ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্বাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ'ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্করুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবর।

(‘মজলিশ আনসারুল্লাহ ভারত’ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar <sup>(at)</sup> 6 January 2023 Distributed by	To,	
Ahmadiyya Muslim Mission .....P.O..... Distt.....Pin.....W.B		
বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org   www.mta.tv   www.ahmadiyyamuslimjamaat.in		